

যে ব্রাহ্মণের শরীরে রক্তপাত করে, সে রক্তবিন্দু পৃথিবীর যত পরমাণু ব্যপে থাকবে, তত বছর আঘাতকারী পতিলোক থেকে বিচ্যুত হয়ে যমযাতনা ভোগ করবে। অতএব ব্রাহ্মণের প্রতি অবমাননা করবে না, তা হলে উক্তপাপে লিপ্ত হতে হবে।।

তথ্যসূত্র:- কৃষ্ণযজুর্বদে ২য়কান্ড ৬ষ্ঠ প্রপাঠক ১০নং মন্ত্র।।

প্রত্যক্ষং যদব্রাহ্মণাস্তানবে তনে প্রীগত্যথো কৃষ্ণযজুর্বদে_সংহিতা /১/৭/৩)

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ দবেতা।তাদের অন্ন দানে তুষ্ট করত হয়।

ভবিশ্য পুরাণে আছে— ব্রাহ্মণো জগতাং তীর্থং পাবনং পরমং যতঃ।

ভুদবে হর মপাপং বিষ্ণুরূপনিমমোহস্তুতৌ। ভবিশ্যপুরাণ,মধ্যপর্ব,১০/১৪ পৃষ্ঠা২২৩,

অনুবাদ-- ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতের তীর্থ, কনেনা এটি পরম পাবন।হে ভুদবোহে বিষ্ণুরূপ।আমার পাপ হরণ কর।আপনার জন্য আমার প্রণাম জানাচ্ছি।

ব্যাস বচন— অভবিদ্যশ্চ পূজ্যশ্চ শরিসানম্য এব চ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়দ্যৈশ্চ শ্রীকামটঃ সাদরং সদা।। পদ্মপুরাণ, স্বর্গখন্ড ২৫/৪৮

অনুবাদ- শ্রীকাম ক্ষত্রিয়াদি বর্ণগতরয় কর্তৃক ব্রাহ্মণ সাদরে অভবিদ্য,পূজা এবং মস্তক দ্বারা প্রণামযোগ্য।

ভগবান ব্রহ্মা বলছেন— ভুরি প্রত্যক্ষদবেহপি ব্রাহ্মণো দবেতাশ্রয়ঃ,সর্ববর্নগুরুঃ--।। পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসারঃ২০/১৯৩)

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ ভুতলের প্রত্যক্ষ দবেতা সর্ববর্নগণের শুরু।

ভগবান ব্রহ্মা বলছেন— সর্ববহেপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্টাঃ পূজনীয় সদৈব হি।

অবিদ্যো বা সবদ্যো বা নাত্র কার্যাবচিারণ।।পদ্মপুরাণ -ক্রিয়াযোগসার ২১/৮

অনুবাদ- সর্ববহি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ট। ব্রাহ্মণ অবিদ্যই ইউন আর সবদ্যাই ইউন।সর্ববদাই তাঁহারা পূজনীয় ও শ্রেষ্ট এ বিষয়ে তর্ককরা নষিদ্ধ।

ত্রলৈক্যস্যবৈ হতেরুহি মর্যাদা শাশ্বতী ধ্রুব।

ব্রাহ্মণো নাম ভগবান জন্মপ্রভৃতি পূজ্যতৌ।।--মহাভারত,শান্তিপর্ব ২৬৩/১২

অনুবাদ- তরভিবনরে কংগলরে কারণ,নতিযও সত্য গটারবস্থান,মাহাত্ম্যশালী ব্রাহ্মণ জন্মবধি পূজতি হইয়া থাকনে।

শ্রী ভগবান বলছেন - যে মতে তনুর্দ্বজিবান দুহতীর্স্মদীয়া ভুতান্যব্বথরণানি চ ভদেবুদ্ব্যা

দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্শতদৃশো হ্যাহনিষবস্তান গৃধ্রা রুষা মম কুশন্ত্যধদিণ্ডনতৌঃ।

যে ব্রাহ্মণান ময়ি ধিয়া ক্শপিতোরহচ্চয়ন্তস্তুশ্চদধঃ স্মতিসুধোক্শতিপদমবক্তাঃ।

বাণ্যানুরাগকলয়া ত্নজবদৃগ্নন্তঃসন্বোধয়ন্ত্যহমবিা হমুপাকৃতস্ততৈঃ।। ভগবত ৩/১৬১০-১১

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষণশীল প্রাণী, ইহারা আমার দহেস্বরূপঃ যদি কহে এই তনিকটিকে অন্যথা জ্ঞান করো। তবে আমার অধিকারভুক্ত যমরে যসেকল সর্পরে ন্যায় ক্রোধী গৃধ্রাকার দূত আছে, তাহারা সেই পাপাজত-চত্ৰিত ব্যক্তিকে চণ্ড দ্বারা বদীর্ণ করে। ব্রাহ্মণরো কটুকথা বললিও যাঁহারা প্রফুল্লিত বাসুদবেজ্ঞানে তাঁহাদগিকে অর্চনা করেন এবং সহাস্যবদনে প্রমেশোভিত বাক্যে তাঁহাদগিকে সম্বোধন করি, সেইরূপ ভাবে যাঁহারা সেই ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের বশীভূত হই।

শ্রীপৃথু রাজা বলছেন- যৎসবেয়াশেষেগুহাশয়ঃ স্ববাড বপিপ্রয়িস্তুশ্চতি কামশীশ্বরঃ।

তবদে তদ্ধমরপয়বৈনীতৈঃ সর্ববত্নানা ব্রহ্মকুলং নষিব্যেতাম।। ভগবত ৪/২১/৩৯

অনুবাদ- সর্ববান্‌তর্য্যামী স্বপ্রকাশ ব্রাহ্মণ প্রয়ি ভগবান যবে ব্রাহ্মণ কুলরে সর্বোয় অন্ত্যন্ত পপরতিষ্ঠ হন। আপনারার ভগবদ্বর্ম্মপরায়াণ ও বনীত সর্ববান্‌তঃ কারণে সেই ব্রাহ্মণ কুলরে সর্বো করুন।

শুকদবে বলছেন- যস্তবহি ব্রহ্মধরুক স কালসুত্রসংজ্ঞকে

নরকে অযুতযোজনপরমিন্‌ডলে তাম্রময়ঃ।। ভগবত ৫/২৬/১৪

অনুবাদ- যবে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, যমদূত তাকে কালসূত্র নামক নরকে নিক্ষেপে করে, ঐ নরকেরে পরধি দশসহস্র যোজন ঐ স্থান তাম্রময়।

নারদ মুনি বলছেন- নহ্যগ্নিমুখতোহরং বট ভগবান সর্বব্যজ্ঞভুক

ইত্যতে হবষিারাজন যথা বপির্মুখে হুতৈঃ।। ভগবত ৭/১৪১/৭

অনুবাদ- হে রাজন, ব্রাহ্মণ মুখে প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা এই সর্বব্যজ্ঞভোগী ভগবান বষ্ণি যরূপ পূজিত হোন, অগ্নিমুখে প্রদত্ত হবষিঃ দ্বারা সরূপপ তিনি পূজিত হয় না।

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন কৃশস্য জগদাত্নানঃ।

পুনন্তঃপাদরাজস্য ত্রলিকীং দবৈতং মহৎ // ভগবত ৭/১৪/৪২

অনুবাদ- মহারাজ। আমার এবং তোমার কথা বাদদ দাও। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইষ্টদেবে ব্রাহ্মণ। কারণ তোমার চরণরণে তে তিনি লোক পবিত্র হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন- যথাহং প্রণমে বপি্রাননুকালং সমাহতিঃ।

তথা নমত যুয়ং যোহন্যথা মে স দন্ডভাক্।। ভগবত ১০/৬৪/৪২

অনুবাদ- আমি যরূপ প্রত্যহ সমাহতি মনে সাবধান হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি। তোমরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণগণকে সতত নমস্কার কর। যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করিবে, আমি তাকে দন্ডদান করি। সে দন্ডনীয় হইবে।

শুকদেবে পরমহংস বলছেন- তস্য বটৈ দবেদবেস্য হরৈর্যজ্ঞপতঃ প্রভাঃ

ব্রাহ্মণঃপ্রভবো ববৈং ন তভ্যে বদ্বিত্যে পরম।। ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, ব্রহ্মখন্ড ১১/১৪

অনুবাদ- প্রিয় পরীক্ষতি,দেবতাদরেও ও আরাধ্য দেবতা ভক্তভয়হারী যজ্ঞপতি সর্বশক্তিমান
ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণদরে নজি প্রভু ও ইষ্ট মনে করে তাকনোতাই ব্রাহ্মণগণ এই জগতে
সর্বাধিক প্রণম্য বলে স্বীকৃত।

সূর্যদেবে বলছেন— ব্রাহ্মণাবাহতি দবোঃশশ্বদবশ্বিষ্যে পূজজতিঃ

ন চ বপিরং পরো দবেদো বপিরুপী স্বয়ং হরঃ

অনুবাদ- দেবতাগণ ব্রাহ্মণকর্তক অবাহতি হইয়া বারংবার এই বশ্ব সংসারে পূজতি
হইতছেন,এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট দেবতা আর কহেই নাই,কারণ স্বয়ং হরই বপিরুপ
ধারন করিয়াছেন।।

সর্ব্বাবর্ণাশ্রমপরো বপিরো নাস্তি বপিরসমো গুরুঃ

বদে বদোং সর্ব্বার্থমতিহা কমলোদভবঃ।। ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, ব্রহ্মখন্ড ১১/২০

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ অপেক্ষা গুরু কহেই নই,ইহাই বদেরে সার কথা বলিয়া স্বয়ং কমলযোনি
ব্রহ্মা স্বীকার করিয়াছেন।।

আনন্দপূর্ব্বক বন্দে বপিরুপং জনার্দদন।

তুষ্টা দবো হরস্তুষ্টো যস্য পুষ্পজলনে চ।। ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, ব্রহ্মখন্ড ১৪/১২

অনুবাদ- যে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত জলপুষ্পে সমস্ত দেবতা ও ভগবান হরতি তুষ্টি লাভ করেন।আমি
সেই বপিরুপী জনার্দদনকে আনন্দরে সহতি প্রণাম করি।।

ধর্ম্মরাজ যম বলছেন- ক্ষত্রিয়ো বাপি বশ্যো বা কল্পকোটশিতনে চ।

তপসা ব্রাহ্মণত্বং না প্রাপ্নোতি শ্রুতে শ্রুতম।। ব্রহ্মবৈবর্তপুরান, প্রকৃতিখন্ড ২৬/৬৯

অনুবাদ- ক্ষত্রিয় বা বশ্য,শতকটিকিল্প তপস্যা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না।ইহা
বদে কথিত আছে।।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন -অপ্রজ্ঞ বাথ প্রজ্ঞো বা ব্রাহ্মণো বসিগুবগিরহ---ব্রহ্মবৈবর্তপুরান,
শ্রীকৃষ্ণ জন্মখন্ড২১/৭০

অনুবাদ- জ্ঞানীই হউন,বা অজ্ঞানী হউন,ব্রাহ্মণ মাত্রই বসিগুরুপা।।

নমস্কুর্য্যং স্বয়ং বপিরান বর্ত্তমানান যথাতথম

যথাসুখং যথোৎসাহং নমস্যান্তে স্বমাতৃবৎ।। শব্দপুরান,ধর্ম্মসংহতি ২০/৮৫

অনুবাদ- ব্রাহ্মণ সদাচারসম্পূর্ণ হউনবা দুরাচারযুক্তই হউন,আপনার মাতাকে যমেন নমস্কার করা উচতি,সেইরূপ তাঁহাদগিকে নমস্কার করবি।।

ব্যাসদবে বলছেন- ব্রাহ্মণত্বং হি দুষ্প্রাপং নসির্গাদব্রাহ্মণো ভবৎ।

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্য বা নসির্গাদবে জায়তে।। শব্দপুৰান,ধৰ্ম্মসংহিতা ৪১/১

অনুবাদ- ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ।প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,শূদ্র হয়।।

ব্রাহ্মণ দর্শবর্ষং তু শতবর্ষং ভূমপিম।

পতিপুত্রটৌ বজানীয়াদ্রাক্ষণস্তু তয়োঃপতি।। মনুসংহিতা ২/১৩৫

অনুবাদ- যদি কোনও ব্রাহ্মণ দশবৎসর বয়স্ক হয় এবং ক্ষত্রিয়কে পুত্রের মত দেখেবি,অথাৎ ব্রাহ্মণ কে ক্ষত্রিয় পতির ন্যায় বলিয়া গ্রহন করবি।।

বশিষে দ্রষ্টব্য : যিনি যোগ্যতা এবং গুণ এবং কর্ম অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ । এরকম যোগ্য ব্রাহ্মণ ব্যক্তিরি সঙ্গে কমন ব্যবহার করা উচতি অথবা কি ব্যবহার করলে কি কর্মফল লাভ হয়. শাস্ত্রে বহুবার তাহা বলা হয়.ছে। উদাহরণস্বরূপ ওপররে কিছু শ্লোকে সেগুলো দেওয়া হইল। কনিতু মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ কুসংস্কার প্রথা অনুসারে শাস্ত্রের উপরোক্ত শ্লোকেরে অপব্যখ্যা কারি এবং জন্মগত ব্রাহ্মণবাদী লোকেরে জন্ম অবশ্যই প্রযোজ্য নয়।

একজন ব্রাহ্মণ যদি তিনি দিনি দুধ বক্রি করে অথবা মাংস বক্রি, লাক্ষা ও লবন প্রভৃতি বক্রি করে তখন সে শূদ্রেরে পরনিত হয়। ৯২/১০ মনুসংহিতা। কোনো ব্রাহ্মণ, মাংসাদি বা ভোজ্যদ্রব্য ভিন্ অন্যপ্রতসিদ্ধি দ্রব্য সাতদিন বক্রি করিলে সে বৈশ্য হয়। ৯৩/১০ মনুসংহিতা মনুসংহিতা থেকে স্কন্ধ পুরান আরও ভ্যানক। স্কন্ধ পুরানের কাশি খন্ডে বলা হয়.ছে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রেরে অন্ন গ্রহন করে , শূদ্রেরে সহতি সম্পর্ক রাখে, শূদ্রেরে সহতি একাসনে উপবেশন করে , শূদ্রেরে নকিট বিদ্যা শিক্ষা করে সেই নরাধমেরে জলন্ত পাতকে বাস হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রেরে নকিট হইতে দান গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে সেই বপ্রাধমরো ব্রহ্মতজে বহীন হইয়া ঘোর নরকে স্থান প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ হস্তদ্বারা পরিশেতি মধু, দুগ্ধ, বাতাসা, ঘৃত ,লবন এবং শাক গ্রহন করে সেই ব্রাহ্মণ কে অবশ্যই একদিন উপবাস স্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে শূদ্ধ হইতে হয়। কোনো শূদ্র যদি স্নহে বশত ব্রাহ্মণেরে পাত্রেরে লবন অথবা ব্যঞ্জনাদি প্রদান করে তাহা হইলে সেই শূদ্রেরে কিছু মাত্র সম্পত্তি থাকে না এবং সেই ভোক্তা ব্রাহ্মণেরে ও পাপানল ভক্ষণ করা হয়। যদি কেহ কোনো ব্যক্তিকে লোহ পাত্রেরে অন্ন প্রদান করে তাহা হইলে যে দেয়. তাহাকে নরকগামী হইতে হয়. । এবং যে ব্যক্তি ভোজন করে তাহার বস্টি ভক্ষণ হইয়া থাকে। ভোজন কালে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা যদি কেহ লবন ও মৃত্তিকা গ্রহন করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিরি গো মাংস ভক্ষণতুল্য পাপ হয়. । ব্রাহ্মণ যদি গো রক্ষক, বানজিযজীবি, শলি্পজীবি, নট্টনর্তক, দটোত্য়কার্জ

নযুক্ত অথবা কুসীদগোপজীবী হয়. তাহা হইলে তাহার সহতি শূদ্রবং ব্যবহার উচিত। অর্থাৎ এখানে বোঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ সমাজ কখনোই শূদ্র কর্ম এবং বশৈ্য কর্ম করতই পারবে না। শূদ্র কর্ম এবং বশৈ্য কর্ম তিনি দিনি ও সাত দিনি করলে তারা বর্নচূত হবে। এছাড়া অত্রী সংহতি আরও ভয়ঙ্কর অত্রি সংহতিয়. দশ প্রকার ব্রাহ্মণের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী অত্রি সংহতি সকল ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলেছেন। দবে, মুনী, দ্বজি, ক্ষত্রয়ি., বশৈ্য, শূদ্র, নষিদ, পশু, মলচ্ছ, চন্ডাল, এই দশ প্রকার ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে বিরাজমান। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা, যপ, হোম, যজ্ঞ, দবেপুজা, অতিথি সিবো, নবগুন সম্পন্ন হন তাদের দবে ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ নতি্য বদে বদোন্ত পাঠ করেন, সর্বসঙ্গ ত্যাগী, নতি্য যোগ অভ্যাস করে থাকেন তাদের দ্বজি ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ শাক, পত্র, ফল, মূল, বৃক্ষ, খেয়ে বনে জঙ্গলে জীবন অতিবাহতি করেন এবং পরমব্রহ্মের সাধনা করেন তাহদের মুনী বলা হয়। যে ব্রাহ্মণ সমর বা ঝগড়া স্থলে অস্ত্র দ্বারা শত্রুকো আহত ও পরাজতি করেন তাদের ক্ষত্রয়ি. ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লবন, দুধ, ঘি, দই, মাংস প্রভৃতি বিক্রয়. করে তাদের শূদ্র ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য, গো প্রতাপালক, ব্যাবসা, বানজিযে লপ্তিত তাদের বশৈ্য ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ চোর, ডাকাত, মাছ মাংস ভক্ষণ কারী, কুপরামর্শদাতা, তাদের নষিদ ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ বদে এবং পরমাত্ম তত্ত্ব কিছুই জানে না শুধু মাত্র যজ্ঞ উপবতির প্রভাবে গর্ব করে তাদের পশু ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ কূপ, পুকুর, সরোবর, সাধারণ ভোগ্য উপবন থেকে জনসাধারণের ব্যবহার বন্ধ করে তাদের মলচ্ছ ব্রাহ্মণ বলে। যে ব্রাহ্মণ নতি্য কর্তব্য কার্যহীন, মূর্খ, সর্বধর্ম রহিত, মথিযাবাদী, অসৎ, তাদের চন্ডাল ব্রাহ্মণ বলে।